৭. আমি রাজিয়া সুলতানা

শ্রীপান্থ

...বিচার-বিবেচনার সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো

ইতিহাস আমাকে আজও ভোলেনি। কেন জান ? দিল্লির সিংহাসনে আমি প্রথম মহিলা সুলতানা। তোমরা বল, রাজিয়া সুলতানা। শুধু কি তাই ? আরও একটা কারণে তোমরা আজও আমায় মনে রেখেছ। দিল্লি তখ্‌তে আমিই যে প্রথম দাসকন্যা। হিন্দুস্থানে একের পর এক অভিযান চালিয়ে দিল্লিতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবুদ্দিন। আমার বাবা ইলতুতমিস ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দাস। তাঁর সঙ্গে কুতুবুদ্দিন বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের এক মেয়ের। আমি ওঁদেরই সন্তান। একমাত্র সন্তান নই। অনেক ছেলেমেয়ের একজন। কুতুবুদ্দিনের পর সুলতান হলেন আমার বাবা। আর বাবা তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমির-ওমরাহদের তাজ্জব করে দিয়ে ঘোষণা করেন, কোনো পুত্রসন্তান নয়, তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসবে তাঁর প্রিয় কন্যা রাজিয়া। অর্থাৎ আমি। শুরু হল আমার লড়াই।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। সেদিন ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল। আবেগে উত্তেজনায় আমি কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েছিলাম বাবার বুকে। তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন, ‘শাহজাদাগণ, তোমাদের এই বোনকে আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। দেখো, তার কখনো বেইজ্জত না হয়। আমির-ওমরাহদের দিকে ফিরে একই কথা বললেন পিতা, ‘সুলতানকন্যার মান—ইজ্জত আপনাদের হেফাজতে রইল।’ আমার চোখে তখন জল। পরিচারিকারা আমাকে ধরে সরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু বাবার এই শেষ আবেদনের সম্মান কেউ রাখল না। তিনি চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির দরবারকক্ষ ঘিরে শুরু হল ষড়যন্ত্র। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমার উনিশজন ভাই যেখানে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে

সিংহাসনে বসবে বলে, সেখানে আমাকে সুলতান হিসেবে মেনে নেওয়া কী করে সম্ভব তাদের পক্ষে ?

পরদিন সকাল হতেই দেখা গেল ইলতুতমিসের সিংহাসনে মাথা উঁচু করে বসে আছেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রুখনুদ্দিন ফিরোজ শাহ। চিকের আড়ালে চোখেমুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তার মা শাহ তুর্কান। অনেকদিন ধরেই তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন তাঁর ছেলে ফিরোজকে সিংহাসে বসাবার। সেই স্বপ্ন এতদিনে সফল হয়েছে।

এরকম কিছু একটাই ঘটবার কথা। তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু দুঃখ আমার একটাই। আরও তো অনেকে ছিল আমার ভাইদের মধ্যে। তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে শেষকালে ফিরোজ ? সে যে সকলের চেয়ে অযোগ্য। অপদার্থ, অত্যাচারী। ন্যায়নীতির ধার ধারে না। সে কেমন করে রাজ্যশাসন করবে ? প্রজারা কতদিন মেনে নেবে তাকে?

মেনে নেয়নি। আমার আশঙ্কাই সত্য হল। এক এপ্রিলে ফিরোজ সিংহাসনে বসেছিল। আর নভেম্বর মাসেই রাজধানী ও তার আশেপাশে জ্বলে উঠল অসন্তোষের আগুন। এতদিনে আমির-ওমরাহদের মনে পড়ল ইলতুতমিসের শেষ ইচ্ছের কথা। তাঁরা ফিরোজকে সিংহাসন থেকে টেনে নামালেন। বন্দি করলেন তার মা শাহ তুর্কানকে এবং আমাকে আহ্বান করলেন দরবারে।

আমার অমত করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, আমি জানি, আমি আমার বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ করছি মাত্র। আর, আমি ফিরোজ নই। রাজ্যশাসন করার যোগ্যতা আমার আছে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

কেননা, ছেলেবেলা থেকেই তো বাবা এজন্য আমাকে তৈরি করেছেন। ইয়াকুতকে রেখেছিলেন আমাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাবে বলে। আমারই বয়সি। বাবা নিজে শেখাতেন রাজ্য-শাসনের নিয়মকানুন। পাশাপাশি শিখিয়েছিলেন লেখাপড়া।

আমির-ওমরাহদের নির্দেশে প্রচলিত নিয়মনীতি মেনে আমি সিংহাসনে বসলাম। আমার নাম তখন সুলতান রাজিয়াৎ-উদ-দিন। আমার মাথায়, মুখে ওড়না নেই। পরেছি পুরুষের সাজ। কোমরে মণিমাণিক্য খচিত খাপে ঝকঝকে ধারালো তলোয়ার। ওমরাহরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। হয়তো মনে মনে ভাবছিলেন, আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে বাবা কোনো ভুল করেননি। আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হল একটি উপাধি— জালালত উদ-দিন।

এখন আমার প্রথম কাজ হল অশান্তি দূর করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করা। এবং প্রজাদের মঙ্গলসাধন। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। দিল্লির ওপরমহলে ঘরে ঘরে ষড়যন্ত্র। এদিকে, আচমকা এক হাজার মানুষ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানা দিল দিল্লির বড়ো মসজিদে। তাদের নেতা নুরউদ্দিন নামে একজন লোক। আমার হুকুমে বাদশাহি ফৌজ যাত্রা করল মসজিদের উদ্দেশে। নুরউদ্দিন পরাজিত ও বন্দি হল।

কিছুদিন সব চুপচাপ। মনে হল দিল্লিতে শান্তি ফিরে এসেছে। একদিন জরুরি বার্তা পাঠালাম ইয়াকুতকে। কাল সকালে দরবারে যেন সে হাজির থাকে।

পরিদিন আমি দরবারে ঘোষণা করলাম— এখন থেকে জামালুদ্দিন ইয়াকুত সুলতানি অশ্বশালার প্রধান— আমি ওই পদে তাঁকে নিযুক্ত করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল অসন্তোষ। ইয়াকুত একজন হাবসি। সে কেন বসবে ওই পদে ? তুর্কিদের মধ্যে কি ওই পদের যোগ্য কেউ নেই ? কিন্তু দেখলাম এ নিয়ে আমির ওমরাহগণ দু-দলে ভাগ হয়ে গেছেন। একদল আমার পক্ষে। অন্য দল বিপক্ষে। বেধে গেল ছোটোখাটো গৃহযুদ্ধ। যা সহজেই আমি দমন করলাম। আমার বিপক্ষদল বন্দি হল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার দুঃসংবাদ। সরহিন্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আমারই ছেলেবেলার বন্ধু ইখতিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়া। আমার সেনাপতি জালালউদ্দিন বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছে সরহিন্দের দিকে। সেই বাহিনীর আগে আগে চলেছি আমি। হাতির গা-ঘেঁষে আমার পাশাপাশি চলেছে ইয়াকুত, একটি সাদা তুর্কি ঘোড়ায় চড়ে। হঠাৎ কী হয়ে গেল ! তাকিয়ে দেখি উন্মত্ত সেনা। চোখের পলকে হারিয়ে গেল ইয়াকুত আর তার সাদা ঘোড়া। পর মুহূর্তেই দেখি শত শত ঘোড়ার ক্ষুরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তারা। হাতি থেকে নামতেই আমি বন্দি হলাম। বুঝলাম, আমার সৈন্যরাই আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাহলে দিল্লিও কি চিরকালের মতো হাতছাড়া হয়ে গেল আমার? বন্দি করে আমাকে নিয়ে গেল শত্রুশিবিরে। আলতুনিয়ার দুর্গে। সে বলল, নিশ্চিন্ত থাকুন সুলতানা। আপনার কোনো অসম্মান হবে না। আপনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকেন, তাহলে আমরা দুজনে মিলে দিল্লিও আবার দখল করব। এবার বলুন, আপনি রাজি ?

বাধ্য হয়ে রাজি হলাম। কিন্তু এবারও শেষরক্ষা হল না। সৈন্যদের একাংশ এবারও বিশ্বাসঘাতকতা করল। আমরা দু'জনেই বন্দি হলাম। তারপর তিলতিল করে হত্যা করল আমাদের দুজনকে।

চার বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ইলতুতমিস-কন্যার রাজত্ব।

সুলতান—মুসলমান-শাসিত রাজ্যের শাসক। তুর্কি শব্দ। স্ত্রীলিঙ্গ—সুলতানা। বিশেষ্য। বিশেষণ—সুলতানি

মৃত্যুশয্যা—যে শয্যা বা বিছানায় মৃত্যু ঘটে, অন্তিম শয্যা

আমির-ওমরাহ—উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ, বাদশাহি দরবারে সভাসদ। আরবি শব্দ

তাজ্জব—আশ্চর্য, অবাক। আরবি শব্দ

শাহজাদা—বাদশার পুত্র। ফারসি শব্দ। স্ত্রীলিঙ্গ—শাহাজাদি

মান-ইজ্জত—মান, সম্মান। আরবি শব্দ।বিপরীত—বেইজ্জত

হেফাজত বা হেপাজত—রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান। আরবি শব্দ

পরিচারিকা—দাসী। পুংলিঙ্গ—পরিচারক

দরবার—রাজ্যসভা। বিশেষ্য। বিশেষণ—দরবারি। ফারসি শব্দ

চিক—বাঁশের সরু কাঠিতে তৈরি পর্দা

অপদার্থ—অযোগ্য, অকর্মণ্য। বিশেষণ। বিশেষ্য—অপদার্থতা

ওড়না—মেয়েদের ব্যবহার করার সূক্ষ্ম বুনুনির চাদর, উড়ানি

আচমকা—হঠাৎ, অকস্মাৎ

মসজিদ—ইসলাম ধর্মালম্বীদের উপাসনাস্থান। আরবি শব্দ

হুকুম—আদেশ। আরবি শব্দ

ফৌজ—সৈন্যদল। বিশেষ্য। বিশেষণ—ফৌজি। আরবি শব্দ

বাদশাহি ফৌজ—বাদশাহর সৈন্যদল

বার্তা—খবর, সংবাদ

অশ্বশালা—আস্তাবল, ঘোড়া থাকবার জায়গা

হাবসি—আবিসিনিয়ার অধিবাসী। আরবি শব্দ

তুর্কি—তুরস্কের অধিবাসী

গৃহযুদ্ধ—একই দেশে বা রাজ্যে নানা গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই

উন্মত্ত—খ্যাপা, উন্মাদ

তিল তিল করে—একটু একটু করে